267083 - জনিগত ত্রুটিতে আক্রান্ত নারীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসবের আশংকায় গর্ভ-নিরোধ করার বিধান

প্রশ্ন

জনৈক নারী শারীরিক বিকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। হতে পারে এটি জিনিগত ত্রুটি থেকে। তিনি জিনিগত টেস্ট করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যাতে করে রোগের প্রকৃতি জানা যায় এবং এটি বংশগতভাবে সন্তানদের মাঝে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা জানা যায়। এ ত্রুটি তাকে অন্যান্য রোগে আক্রান্ত করবে কিনা সে জন্যেও আগাম রোগ-নির্ণয় করা দরকার। তাই এই টেস্ট করার বিধান কী? যদি জিনিগত ত্রুটি পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে এ নারীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ও গর্ভধারণ করার বিধান কী? উল্লেখ্য, এটি বংশগতভাবে সংক্রমিত হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত নয়। কিন্তু, আল্লাহ্ যদি বংশগতভাবে শিশুর সংক্রমিত হওয়া তাকদীরে রাখেন সেক্ষেত্রে শিশু বড় ধরণের বিকৃতির শিকার হবে। যার ফলে বুদ্ধিগত কিংবা শারীরিক প্রতিবন্ধিতাও ঘটতে পারে? তাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া কিংবা গর্ভধারণ না করা কি যথাযথ পদক্ষেপ? বিয়ের প্রস্তাব-দাতাকে কি এই শারীরিক বিকৃতির বিষয়টি জানাতে হবে? ‘বংশগতভাবে এ রোগ সন্তানদের মাঝে সংক্রমিত হতে পারে’ মর্মে পাত্রপক্ষকে বিষয়টি জানানোর বিধান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:
রোগের প্রকৃতি জানার জন্য এবং এটি বংশগতভাবে সংক্রমিত হওয়া কিংবা অন্য কোন রোগ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা কতটুকু তা জানার জন্য জেনেটিক-টেস্ট করতে কোন আপত্তি নেই। যেহেতু এতে রয়েছে কল্যাণ লাভ করা, ক্ষতি দূর করা এবং চিকিৎসা গ্রহণ করা; যা গ্রহণ করা শরিয়ত অনুমোদিত।

বিয়ের পূর্বে মেডিকেল টেস্ট করা শরিয়তসম্মত হওয়ার বিষয়টি জানতে 104675 নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

দুই:
ধরে নিই, জিনিগত ত্রুটি ধরা পড়ল সেক্ষেত্রেও এ নারীর জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয। এমনকি যদি বংশগতভাবে রোগটি সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা সত্ত্বেও। তবে, শর্ত হচ্ছে পাত্রকে রোগের বিষয়ে অবহিত করতে হবে।

বয়িে জায়যে হওয়ার বষিয়টি এ দকি থকেে: বয়িরে মূল বধিান হচ্ছ– বধৈ হওয়া ও বয়িরে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা; যাতে করে বয়িরে মাধ্যমে চারত্রিকি পবত্রিতা, মানসকি প্রশান্তি ও ভালবাসা অর্জতি হয়।

আর গর্ভধারণ বধৈ হওয়ার বধিান এ দকি থকেে: যহেতেু বয়িরে গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দশ্যে হচ্ছ– গর্ভধারণ। সন্তানরে রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটি এ উদ্দশ্যেরে সাথে সাংঘর্ষকি নয়। যহেতেু সটো আল্লাহ্র জ্ঞানে রয়ছে। হতে পারে সম্পূর্ণ সুস্থ সন্তান জন্মগ্রহণ করব। তবে, যদি প্রবল ধারণা অনুযায়ী সন্তান বকিলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সক্ষেত্রেে স্বামী-স্ত্রী সন্তান গ্রহণ না করার সদ্ধিান্ত নতিে পারনে এবং ভ্রূণরে বকিলাঙ্গতা সাব্যস্ত হলে তারা ভ্রূণ নষ্টও করে ফলেতে পারনে; তবে শর্ত হচ্ছে রূহ আসার আগইে তা করতে হব। অর্থাৎ গর্ভধারণরে বয়স ১২০ দনি হওয়ার আগে করতে হব।

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয়: আমি একজন মুসলমি নারী। আলহামদু লল্লিাহ্ আমি ফরয আমলগুলো পালন করি; যসেব আমল আমার প্রতপিালক আমার উপর ফরয করছেনে; যমেন- নামায, রোযা, যাকাত। কন্তিু, আমি গর্ভধারণ স্থগতি করছেলিাম। যে সময়ে আমার স্বামী যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ছেলিনে সে সময়। এটা প্রায় দশ বছর সময়কাল হব। এরপর আমার মাসকি স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। আমার এই কর্মরে মাঝে এমন কছিু আছে কি যাতে করে আল্লাহ্ আমার উপর নারাজ হবনে? কারণ আমার সন্তানরো

হমেপিরেসেসিে আক্রান্ত হত। তাদরে মধ্যে কউে মারা যতে। কউে বঁচেে থাকলওে এই রোগে ভুগত। দয়া করে, আমাদরেকে অবগত করবনে আল্লাহ্ আপনাদরেকে অবগত করুন।

তনিি জবাব দনে:

যদি আপনি স্বামীর সন্তুষ্টি সাপক্ষেে গর্ভনরিোধ করে থাকনে তাহলে এতে কোন গুনাহ হয়নি। যদি আপনি স্বামীর সন্তুষ্টি বা সম্মতি সাপক্ষেে করে থাকনে তাহলে আমরা আশা করছি আপনার কোন গুনাহ হয়নি। আর যদি আপনি স্বামীর অসন্তুষ্টি বা অজান্তে করে থাকনে তাহলে আপনার কর্তব্য হচ্ছে তাওবা করা, ইস্তগিফার করা এবং কৃত কর্মরে জন্য অনুতপ্ত হওয়া। আলহামদু লল্লিাহ্।[সমাপ্ত; ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (২১/৪২১)]

বয়িরে প্রস্তাব-দাতাকে এই ত্রুটরি কথা জানানো আবশ্যক। কনেনা অগ্রগণ্য মতানুযায়ী যা কছিু দাম্পত্য জীবনরে উপর কংিবা সন্তান-ধারণরে ক্ষত্রেে নতেবিাচক প্রভাব ফলেে কংিবা স্বামী-স্ত্রীর একজনকে অপরজন থকেে দূরে রাখে এগুলো এমন ত্রুটি যা অবহতি করা আবশ্যক।

যদি পাত্র রোগরে ব্যাপারে জানার পর বয়িতেে সম্মত হয় তখন যে ধরণরে রোগ-ই হোক না কনে তাতে কোন দোষ নইে।

আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি তনিি যনে আমাদরে বোনকে সুস্থ করে দনে, নরিাময় দান করনে, নকে স্বামী ও

নকেকার সন্তানসন্ততি দান করনে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।